দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৩ ...

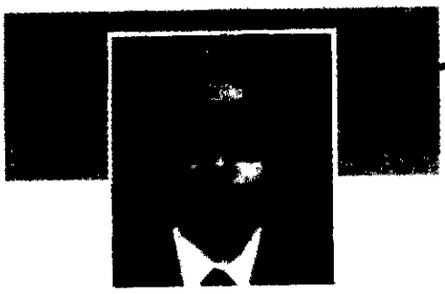

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

উচ্চশিক্ষায় আধুনিকায়ন জরুরি

সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিল ২০১০ সালে। এখন সময় এসেছে শিক্ষা আইন প্রবর্তন করার। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে র‍্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি ইউজিসি গবেষণামূলক জার্নালগুলোর ক্ষেত্রে ইনডেক্সিং করা দরকার। কোর্স কারিকুলামসমূহকে আধুনিকায়ন করে বাস্তবতার নিরিখে তৈরি করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান আরো উন্নত করা বাঞ্ছনীয়

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল বিল-২০১৭' পাস হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার মানোন্নয়নে অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল কার্যক্রম শুরু হলে ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত হবে। বর্তমানে ইউজিসি-এর আওতায় কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ইউনিট বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষার জন্য যোগ্যতার কাঠামো প্রস্তুত করছে। এটি একটি শুভ উদ্যোগ। আসলে স্নাতক ডিগ্রি সচরাচর বোঝায় চাকরি কিংবা স্ব-উদ্যোগে নিয়োজিত হওয়া। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে উদ্যোগ নিয়ে উন্নত করা আর পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়ার অর্থ হচ্ছে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে সংযুক্ত হওয়া।

জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল বিল-২০১৭' পেশকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আশা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পড়াশোনার মান উন্নত হবে। এ উদ্যোগকে সফল করতে হলে শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপকভাবে সাড়া দিতে হবে। এটি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামিটিভ পদ্ধতি এবং ফরমেটিভ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আসলে বর্তমানে যুগোপযোগী উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রে আউটকাম বেইজড টিচিং লার্নিং পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। বাংলাদেশেও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। বর্তমান ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান এ ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। আসলে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইউনিটের প্রফেসর মেসবাহউদ্দীন আহমেদ এবং প্রফেসর সঞ্জয় কুমার অধিকারী চেষ্টা করছেন দেশের ৬৯টি বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট অব কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি উন্নত করতে চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণে সাড়া দিচ্ছে—তা আরো কার্যকর হতে বেশ কিছু সময় লাগবে। সরকার যেহেতু উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করতে চেষ্টা করছেন সেজন্যে ইন্সটিটিউট অব কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অবশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। ইন্টার্নাল শব্দটি ইন্সটিটিউশনাল শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বস্তুত আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে পরিবর্তনের কথা ভাবছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষভাবে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে এবং গবেষণাসমূহ উন্নতমানের জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা নিঃশর্তভাবে তাদের অ্যালমা মেটারের উন্নতি সাধনের জন্যে অর্থায়ন করতে হবে। আসলে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখন অনেক দেশে স্কুপাস লিস্টেড জার্নালে লেখা প্রকাশিত না হলে প্রমোশন হয় না। আমার এক পরিচিতি সহকর্মীর একটি লেখা ইউক্রেনভিত্তিক 'প্রবলেম্বস অ্যান্ড পারসপেক্টিভ ইন ম্যানেজমেন্ট'-এ প্রকাশের জন্য সিলেক্ট হয়। সমস্যা হলো যখন তাকে নিজের অর্থ খরচ করে পাবলিকেশন ফি পাঠাতে হয় তখন ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যাংক ২৫% বাড়তি কেটে নেওয়া হয়। আসলে যারা গবেষণা করে, তাদের অনেকেই নিজের অর্থ খরচ করে থাকে। এক্ষেত্রে এ ধরনের কর আরোপ ক্ষুদ্র গবেষকদের নিরুৎসাহিত করবে। বরং যারা প্রচুর পরিমাণে কন্সালটেন্সি করে প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সুপারিশ থাকবে মার্কিন ডলার ১৫০০ পর্যন্ত প্রতিবছর আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে পাঠাতে হলে কোনো ধরনের করারোপ না করা। বিদেশে যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গবেষণার জন্য প্রচুর পরিমাণে ফান্ড পেয়ে থাকে এদেশে সেখানে ফান্ড পাওয়ার মত সৌভাগ্যবান শিক্ষক-শিক্ষিকা ১% হবে না। তারপর উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক কষ্ট করে নিজস্ব অর্থায়নে গবেষণা করে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করছে—আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাচ্ছেন, সেখানে করারোপ একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। পাশাপাশি গবেষণা কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে নীতিনির্ধারকরা যেখানে সচেষ্ট সেখানে যাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় সেখানে অনেক সময় শিক্ষার প্রসারে উল্টোপথে যাত্রার ব্যবস্থা হয়। ভারত থেকে দুই কেজি ওজনের বই পাঠিয়েছিল—এটার জন্য বিমানের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ২৫০০ টাকার অধিক আদায় করেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত আসলে শিক্ষার সম্প্রসারণকে কতটুকু সহায়তা করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন। শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হলে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্য এনবিআরকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অথচ করারোপের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা যুক্তিযুক্ত নয়।

দেশে অনেকদিন ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। যারা এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা মোটেই দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন না। দেশে সবগুলো উচ্চশিক্ষার মান এক নয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মান তুলনামূলকভাবে ভালো। নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানের ঘাটতি রয়েছে। দক্ষ ও কার্যকর শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আশার কথা এদের মানও ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশে-বিদেশে অনেক কৃষিবিদ তৈরি করছেন। তবে আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা দক্ষ ছাত্রছাত্রী তৈরি করলেই হবে না বরং আন্তর্জাতিক কাঠামোর সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। এজন্য বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের আনা ও তাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে দেশে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা বেশ সুনামের সঙ্গে আধুনিকায়নের কাজ করে চলেছে। এরা নিজেদের গরজেই বিভিন্ন অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল বিদেশস্থ রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল স্থাপিত হতে যাচ্ছে সেহেতু এরা এখন দেশের নিয়ম নীতির আওতায় আসবে। একই সঙ্গে আশা করব আকাশছোঁয়া টিউশন ফি, ভর্তি ফি, ডেভেলপমেন্ট ফি এদেশের মাথাপিছু আয় বিবেচনায় এনে করবে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বহুবার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড তাদের সিদ্ধান্তেই অনড় থাকছেন না বরং বাড়িয়ে চলেছেন। এগুলো অবশ্য হাতেগোনা বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলোর মান তুলনামূলকভাবে ভালো সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের মানের বালাই নেই। অবস্থা যেন তেমন না হয়, গ্রাসম্যানের তত্ত্ব: ভালো অর্থ খারাপ অর্থকে বিতাড়িত করে থাকে। আশা করব দায়িত্বশীলতার সঙ্গে স্ব স্ব ট্রাস্টিবোর্ড এবং শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ ভুল-ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে শরীক হতে হবে।

কিছু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও তারা শোধরায় না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও যারা মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি ঢাকার বাইরে অবস্থিত সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহের যে সমস্ত পদ শূন্য রয়েছে সেগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশের ব্যবসা অর্থনীতি অনুযদে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনয়ন করা দরকার। অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকটিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক তেমনি বিপণন ব্যবস্থাপনা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাকটিক্যাল শিক্ষা বাণিজ্য অনুযদ ও অর্থনীতি অনুযদে চালু করার বিকল্প নেই। নচেৎ আমরা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবো।

যুগের সঙ্গে সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে স্বাভাবিক ধর্ম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৮০% ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কলেজ ও ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত। বর্তমানে সরকার ধীরে ধীরে সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনছেন। এটি আমাদের দেশের জন্যে একটি ইতিবাচক দিক। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে সিংহভাগ বেসরকারি অধিভুক্ত কলেজের নির্দিষ্ট স্থাপনা ঠিক নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহের মান উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় স্বনির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা দরকার। এ ব্যাপারে ভারতের এমটিসি গ্লোবালের প্রফেসর ভোলানাথ দত্তকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি, নিরলস পরিশ্রম করে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের কাজে প্রফেসর দত্ত একজন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমতাবিধানের বিষয়টি চলে আসে। প্রকৌশল, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠন বর্তমানে পেশাগত ডিগ্রির মূল্যায়ন করে থাকে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিশন কাউন্সিল কার্যক্রম শুরু করলে তারা যদি সকল উচ্চতর ডিগ্রির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করে তবে বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেদের পড়ার মান আধুনিক করতে ব্যস্ত থাকবে। গুগল ক্লাসরুম, স্লিপ বোর্ড, মডিউল প্রভৃতি ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের আধুনিকমনস্ক শিক্ষা দেওয়া যায়।

ইউজিসি ২০২৬ পর্যন্ত আমাদের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর যে আলোচনা করেছেন, তাতে এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে ইউজিসি কাজ করে চলেছে। এক্ষেত্রে হেকাপের মেয়াদ ২০১৮-তে শেষ হলে এটি বর্ধিত করে ২০২১ পর্যন্ত রাখা দরকার। পাশাপাশি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইকিউএসি স্থাপন করা দরকার। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আসেনি তাদের মনে দূরভিসন্ধি রয়েছে। এখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হওয়ার দশা। আসলে প্রকৃত শিক্ষক হওয়া খুব কঠিন। এদেশে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী আছে প্রায় ৫২ লাখের মতো, আর শিক্ষক আছেন প্রায় ২.৫ লাখ। এতো বিশাল শিক্ষক থাকলেও আগের দিনের মতো নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে।

সরকার তার সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকায়নে। এজন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান, যাতে ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থবিদ্যার বদলে বিষয় বুঝতে সক্ষম হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিল ২০১০ সালে। এখন সময় এসেছে শিক্ষা আইন প্রবর্তন করার। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে র‍্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি ইউজিসি গবেষণামূলক জার্নালগুলোর ক্ষেত্রে ইনডেক্সিং করা দরকার। কোর্স কারিকুলামসমূহকে আধুনিকায়ন করে বাস্তবতার নিরিখে তৈরি করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান আরো উন্নত করা বাঞ্ছনীয়।

● লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ
pipulbd@gmail.com